Sanatan Dharma

কোনো কারনেই নারীরা দণ্ডবৎ প্রণাম করেন না

কোনো কারনেই নারীরা দণ্ডবৎ প্রণাম করেন না ----যে কারণে নারীদের স্তন মাটিতে ছোয়ানো নিষেধ।
নারীরা করবেন পঞ্চাঙ্গ প্রণাম ।

পঞ্চাঙ্গ প্রণামের পেছনের করুণাময় কাহিনী (শাস্ত্রসম্মত)
ভোরের আলোয় মন্দিরের উঠোনে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার। শঙ্খধ্বনি থেমে গেলে এক নিঃশব্দ ভক্তিময় মুহূর্ত নেমে আসে।
সেই সময় এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য তাঁর শিষ্যদের বলছিলেন—
“প্রণাম কেবল দেহের ভঙ্গি নয়, এটি হৃদয়ের ভাষা।”

তিনি স্মরণ করালেন এক প্রাচীন কাহিনী।
শাস্ত্রকথা অনুযায়ী, এই পৃথিবী **ভূদেবী**—মা রূপে সকল প্রাণকে ধারণ করেন।
পাহাড়-নদী-অরণ্য যেমন তাঁর কোলে, তেমনই মানবদেহেও তাঁর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে। ভক্ত যখন প্রণাম করেন, তখন দেহ নয়—অহংকারই মাটিতে নত হয়।
পুরুষেরা **দণ্ডবৎ প্রণাম** করেন—সমগ্র দেহ মাটিতে রেখে।
এতে দেহের শক্তি, অহং ও কর্তৃত্ব সবই ভগবানের চরণে সমর্পিত হয়।

কিন্তু নারীর প্রণাম ভিন্ন—তাঁরা করেন **পঞ্চাঙ্গ প্রণাম**। কেন?
শাস্ত্র বলে, নারীর দেহে মাতৃত্বের শক্তি নিহিত—যে শক্তি সৃষ্টির, ধারণের, লালনের।
সেই শক্তির প্রতীক স্তনকে ভূমিতে স্পর্শ করানো নিষেধ—কারণ ভূদেবী নিজেও মা;

Published on: Feb, 13 2026 16:30

আর মা মায়ের ভার নেন না। এই নিষেধ কোনো অবমাননা নয়, বরং গভীর সম্মান।

একদিন এক ভক্তিনী কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলেন,
“মহারাজ, তাহলে কি আমার প্রণাম অসম্পূর্ণ?”
আচার্য মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—
“না কন্যে, তোমার প্রণাম তো আরও পূর্ণ। কারণ তুমি দেহে নয়, **মর্যাদা রক্ষা করে** আত্মসমর্পণ করছ।”
তিনি ব্যাখ্যা করলেন, পঞ্চাঙ্গ প্রণামে—দুই হাঁটু, দুই হাত ও কপাল—এই পাঁচটি অংশ ভূমি স্পর্শ করে। এতে বিনয় আছে, শুচিতা আছে, আর আছে মাতৃত্বের শক্তির প্রতি সম্মান। ভগবান হৃদয়ের ভক্তি গ্রহণ করেন—ভঙ্গির পরিমাপে নয়।

এই কাহিনী আমাদের শেখায়—
ভক্তির পথ একরকম নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই।
যেখানে পুরুষ দেহে শুইয়ে দেন, সেখানে নারী মর্যাদা আগলে নত হন।
দুটিই শুদ্ধ। দুটিই গ্রহণযোগ্য।

ভগবান প্রণামের ভঙ্গি নয়, প্রণামের ভক্তি গ্রহণ করেন।
আর শাস্ত্র সেই ভক্তিকে রক্ষা করতেই নারীর জন্য পঞ্চাঙ্গ প্রণামের পথ দেখিয়েছে—মাতৃত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে।

এই কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়— সনাতন ধর্মে নারী ও পুরুষের পার্থক্য বিভাজন নয়, বরং সৌন্দর্য।

জ্ঞান যদি মূল্যবান মনে হয়—তাহলে শেয়ার করুন ---কারণ জ্ঞান ভাগ করলে জ্ঞান বাড়ে।

Published on: Feb, 13 2026 16:30